একুশ আগস্ট মঞ্চে গ্রেনেড ছোড়েন ইকবাল

একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এই মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত পলাতক আসামি ইকবাল হোসেনকে গ্রেফতারের পর র্যাব বলেছে, ২০০৪ সালে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সভা মঞ্চে এই জঙ্গি গ্রেনেড ছুড়েছিলেন।

গ্রেনেড হামলার ১৬ বছর এবং আদালতের রায়ের তিন বছর পর মঙ্গলবার ইকবালকে ঢাকার দিয়াবাড়ি থেকে গ্রেফতারের কথা জানানো হয় র্যাবের পক্ষ থেকে।

গ্রেফতার মো. ইকবাল হোসেন ওরফে ইকবাল ওরফে জাহাঙ্গীর ওরফে সেলিমের বাড়ি ঝিনাইদহে। তাকে গ্রেফতারের পর মঙ্গলবার কারওয়ান বাজারে র্যাব সদর দফতরে মিডিয়া ব্রিফিংয়ে মহাপরিচালক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেছেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ইকবাল স্বীকার করে নিয়েছেন যে, মুফতি হান্নানের নির্দেশে তিনি মঞ্চের দিকে গ্রেনেড ছুড়েছিলেন।

র্যাব জানায়, ঝিনাইদহের ইকবাল একসময় ছাত্রদল করত। পরে জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদে (হুজি) জড়িয়ে পড়েন। ২০০৮ সালে তিনি বিদেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ২০২০ সালের শেষ দিকে তিনি দেশে ফেরেন।

র্যাব প্রধান আল মামুন জানান, ২০০৮ সালে ইকবালকে গ্রেফতারের জন্য ঝিনাইদহে তার বাড়িতে এবং পরবর্তীতে গাজীপুর ও সাভারসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়েছিল। কিন্তু ইকবাল আত্মগোপন করেন।

ইকবালের দেশত্যাগের তথ্য দিয়ে তিনি বলেন, ইকবাল ২০০৮ সালে দেশ ত্যাগ করেন। প্রবাসে আত্মগোপনে থাকাবস্থায় প্রথমে সেলিম এবং পরে জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করে। একপর্যায়ে ইকবাল প্রবাসে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত হলে তাকে ২০২০ সালের শেষের দিকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

র্যাব মহাপরিচালক বলেন, দেশে ফেরত এসে জঙ্গি ইকবাল তার সমমানদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করছিলেন।

তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ইকবাল জানায়, সে স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। ১৯৯৪ সালে কেসি কলেজ, ঝিনাইদহে ছাত্র সংসদে ছাত্রদলের নির্বাচিত শ্রেণি প্রতিনিধি ছিল।

ইকবাল ১৯৯৫ হতে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় ছিলেন জানিয়ে আল মামুন বলেন, দেশে ফিরে এসে জঙ্গি ইকবাল আইএসডি ফোন ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। এসময় সে, সর্বহারা ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের সঙ্গে বিরাধে জড়িয়ে পড়েন।

‘২০০১ সালে তার চিন্তা-চেতনা ও মনস্তাত্বিক পরিবর্তন আসে এবং ঝিনাইদহের স্থানীয় এক জঙ্গির মাধ্যমে সে হরকাতুল জিহাদে যোগ দেন। ২০০৩ সালে মুফতি হান্নান ও অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের সান্নিধ্যে চলে আসেন এবং জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন।’

দেশে ফেরার পর ইকবালের জঙ্গি সংযোগের তথ্য দিয়ে র্যাব প্রধান বলেন, ২০০৪ সালে হামলার আগেই ইকবাল ঢাকায় অবস্থান নিয়েছিলেন। আগস্টে মুফতি হান্নানের নির্দেশে সে ঢাকায় চলে আসেন এবং গোপন আস্তানায় অবস্থান করতে থাকেন। সেখানে মুফতি হান্নানসহ অন্যান্যদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয় (তার)।

ইকবাল জবানবন্দির বরাত দিয়ে র্যাব প্রধান বলেন, মুফতি হান্নানের নির্দেশে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় সরাসরি অংশ নেন। মুফতি হান্নান তাকে গ্রেনেড সরবরাহ করেছিলেন। ইকবাল মঞ্চ লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুড়েছিলেন।

যাবজ্জীবন দণ্ডিত ইকবাল কী করে দেশ ছাড়লেন-এমন প্রশ্নের জবাবে র্যাব প্রধান বলেন, ইকবাল যে সময় দেশ ছাড়েন, সে সময় হাতে লেখা পাসপোর্টের চল ছিল। তিনি নামও পরিবর্তন করেন অন্তত দুবার। তবে তিনি কীভাবে দেশ ছেড়েছেন এবং কীভাবে ফিরেছেন, সে সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। ইকবাল ‘সমমনা’দের সঙ্গে যোগাযোগেরও চেষ্টা করেন। তবে সমমনা কারা, তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি মহাপরিচালক।

তাকে গ্রেফতারের বর্ণনা দিয়ে চৌধুরী আবব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মঙ্গলবার ভোররাত ৩টার দিকে ইকবাল হোসেনকে দিয়াবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়।

তিনি আরও জানান, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই)

দেওয়া তথ্যে র্যাবের গোয়েন্দা শাখার সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ আভিযানিক দল ইকবালকে গ্রেফতার করে।

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে এক সমাবেশে জড়ো হয়েছিলেন সিনিয়র নেতারা। দলটির প্রধান এবং তখনকার বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা ছিলেন ওই সমাবেশের প্রধান অতিথি।

আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে রাস্তায় একটি ট্রাকে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। বিকাল ৩টা থেকে দলটির কিছু মধ্যম সারির নেতা বক্তব্য দেয়া শুরু করেন।

বিকাল ৪টার দিকে শুরু হয় আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের বক্তব্য দেয়ার পালা। দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা তখনও এসে পৌঁছাননি। দলের নেতাকর্মী এবং সমর্থকরা শেখ হাসিনার বক্তব্য শোনার অপেক্ষায় ছিলেন।

শেখ হাসিনার বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দফায়-দফায় বিস্ফোরণের শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে। সমাবেশে উপস্থিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা প্রথমে বুঝতে পারেননি যে এটি ছিল গ্রেনেড হামলা। অনেকেই ভেবেছিলেন বোমা হামলা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে আঁচ করেছিলেন।

যখন গ্রেনেড হামলা শুরু হয়, তখন মঞ্চে বসা আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা শেখ হাসিনার চারপাশে ঘিরে মানবঢাল তৈরি করেন, যাতে তার গায়ে কোনো আঘাত না লাগে।

যেসব নেতা শেখ হাসিনাকে ঘিরে মানবঢাল তৈরি করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফ। তখন হানিফের মাথায় গ্রেনেডের আঘাত লেগেছিল। পরে ২০০৬ সালের শেষের দিকে তিনি মারা যান।

গ্রেনেড হামলায় আহত হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভি রহমান, যিনি পরে মারা যান।

ওই গ্রেনেড হামলায় ২৪ জন নিহত হন। এতে আহত হন আরও অনেকে।

এ মামলায় মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, এনএসআইয়ের সাবেক দুই মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল (অব.) রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী

ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবদুর রহিমসহ ১৯ আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী, সাবেক প্রতিমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদসহ ১৯ আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রায়ে আনসার ও ভিডিপির সাবেক ডিজি মেজর জেনারেল (অব.) এটিএম আমিন, সাবেক তিন আইজিপি- মো. আশরাফুল হুদা, শহুদুল হক ও খোদা বক্স চৌধুরীসহ ১১ জন সাবেক সরকারি কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। এছাড়া রায়ে দণ্ডপ্রাপ্তদের ৫০ হাজার টাকা থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড দেয়া হয়।

১০ অক্টোবর ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক শাহেদ নূর উদ্দিন পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডে স্থাপিত জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনায় দায়ের করা হত্যা ও বিস্ফোরকদ্রব্য আইনে পৃথক দুটি মামলায় আসামিদের এ সাজা দেওয়া হয়।

গরমে ত্বক ও চুলের যত্ন

বসন্ত শুরু হয়েছে প্রকৃতিতে। রঙিন ফুলে সেজে উঠেছে চারপাশ। যান্ত্রিক শহরের অলিগলিতেও ব্যস্ততা উঁকি দিচ্ছে। ভোরের আলোর ফুটতেই চিরচেনা প্রকৃতিতেও দেখা দিচ্ছে বৈচিত্র্য। বাতাসে বইছে বসন্তের সুবাস আর মিলিয়ে যাচ্ছে কুয়াশার চাদর নরম রোদের আলোয়। ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে উষ্ণতা। গরমের শুরুর সেই পরিচিত রূপে ফিরতে শুরু করেছে আশপাশে।

শীত শেষে গরমের এ আগমনে ত্বকে এবং চুলের মাঝেও রেখে যাচ্ছে রুক্ষতা আর শুষ্কতার ছাপ। কাজেই গরমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে আপনি চুল এবং ত্বক প্রাণবন্ত আর উজ্জ্বল রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন হার্বস আয়ুর্বেদিক স্কিন কেয়ার ক্লিনিকের স্বত্বাধিকারী শাহীনা আফরিন মৌসুমী।

গরমের এ পুরোটা সময় সবচেয়ে বেশি চোখে পরে চুলের রুক্ষতার বিষয়টি। এর পাশাপাশি চুল পরে যাওয়া কিংবা খুশকির সমস্যা তো আছেই। তাই চুলের চাই প্রতিদিনের যত্নআত্তি। বাইরের ধুলাবালির কারণে চুলের রুক্ষতার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি চোখে পরে। এ ছাড়া এ সময়ে চুল আর্দ্রতাও হারায় খুব দ্রুত। তাই চুলের ক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছনতার দিকে রাখতে হয় বাড়তি নজরদারি। প্রতিদিন চুলে শ্যাম্পু আর কন্ডিশনার ব্যবহার করা উচিত এ সময়ে। এতে চুল থাকবে পরিষ্কার আর সতেজ। শ্যাম্পুর পাশাপাশি গরমে চুলের যত্নে প্রয়োজন তেলের। নারিকেল তেলের ম্যাসাজ চুলের জন্য উপযোগী একটি পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে গোসলে যাওয়ার আগে চুলে হালকা হাতে ম্যাসাজ করে নিতে হবে। যাদের চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা আছে তারা নারিকেল তেলের সঙ্গে কাস্টার ওয়েল মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এ তেলের ম্যাসাজ চুল পরা বন্ধেও বেশ সহায়তা করে।

এ ছাড়া ঘরোয়া কিছু প্যাক চুলে ব্যবহার করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আপনার চুল যদি রুক্ষ হয়ে থাকে। তবে একটি পাকা কলার সঙ্গে একটি পেঁয়াজ, হাফ চা চামচ গ্লিসারিন আর এক চা চামচ মধু মিশিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে চুলে এ প্যাক ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়, এতে চুলকে রুক্ষতা থেকেও সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব।

গরমের এ সময়ে চুলের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে খুশকি। এতে চুল যেমন রুক্ষ হয় তেমনি চুল পড়ার সম্ভাবনাও বাড়ে। তাই গরমের এ সময়ে যাদের খুশকির সমস্যা দেখা দেয় তারা দুই টেবিল চামচ মৌরি সঙ্গে এক টেবিল চামচ মেথি সারা রাত ভিজিয়ে রেখে সকালে পেস্ট করে তা চুলে এপ্লাই করতে পারেন। এর পর চুলে শ্যাম্পু করে নিলে খুব সহজেই খুশকি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

এ ছাড়া যাদের চুল পড়ার সমস্যা থাকে তারা দুই টেবিল চামচ আমলকী পাউডার সঙ্গে এক টেবিল চামচ মেথি আর এক টেবিল চামচ শিকাকাই পাউডার মিক্স করে চুলে এ প্যাক ব্যবহার করলে চুল পড়ার সমস্যা খুব দ্রুত দূর হবে।

এ প্যাক সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার ব্যবহার করতে হবে। এতে আপনার চুলে হারানো উজ্জ্বলতা যেমন ফিরে আসবে তেমনি চুল হবে সুন্দর আর এ গরমেও থাকবে প্রাণবন্ত চুলের যত্নের পাশাপাশি ত্বকের যত্নের বেলাতেও রাখতে হবে খেয়াল। যারা বাইরে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটান তাদের সপ্তাহে অন্তত একটি দিন ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিত। তবে বাইরে থাকাকালীন যাতে ধুলাবালি মুখের ত্বকে বেশি সময় অবস্থান করতে না

পারে তার জন্য পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিলে ভালো হয়। এ ছাড়া শুষ্ক ত্বকের জন্য ফেসওয়াস হিসাবে দুধের সঙ্গে বেসন ভালো করে মিক্স করে ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া সপ্তাহে একদিন চার থেকে পাঁচটি কাঠবাদাম দুধে কিছু সময় ভিজিয়ে রেখে ব্লেন্ড করে তাতে কয়েক ফোঁটা মধু এবং একটি ডিমের কুসুম মিক্স করে প্যাক আকারে মুখে ব্যবহার করতে পারেন। মুখের থাকা প্যাক শুকিয়ে এলে তা কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলে ত্বক আগের থেকেও উজ্জ্বল আর মসৃণ হবে। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য তিন টেবিল চামচ মুগ ডালের বেসন আর হাফ টেবিল চামচ মেথি মিক্স করে বোতলে রেখে দিতে পারি। মুখ ধোয়ার সময় পানির সঙ্গে মিক্স করে তা ফেসওয়াশ হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। এ ছাড়া দুই টেবিল চামচ মুলতানি মাটি, হাফ টেবিল চামচ লেবুর খোসা পেস্ট, আট থেকে দশ ফোঁটা লেবুর রস আর তিন থেকে চার ফোঁটা মধু মিক্স করে সেই প্যাক মুখে ব্যবহার করতে পারেন। এতে করে মুখের তৈলাক্ত ভাব যেমন কমে আসবে তেমনি বলিরেখা কমাবে এবং ত্বক উজ্জ্বল আর সুস্থ রাখবে গরমের সম্পূর্ণ সময়জুড়ে।

ইবিতে হল খোলার দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল না খোলা পর্যন্ত লাগাতার কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে সোমবার (২২ ফেব্রুয়ারি) ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা। বেলা ১১টায় ডায়না চত্বর থেকে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়। বিকেল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত তারা এ কর্মসূচী অব্যহত রাখে।

এরআগে, রবিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালামের সঙ্গে আলোচনা করেন শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিরা। আলোচনা শেষে তারা জানান, হল খোলার আন্দোলনের অংশ হিসেবে সোমবার (২২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল

অনুষ্ঠিত হবে। সেই মিছিল শেষে প্রতিটি হলের সামনে হল না খোলা পর্যন্ত তারা অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে।

এদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম বলেন, উপাচার্য আরও বলেন, ‘আমরা চাইলেই হল খোলার ঘোষণা দিতে পারছি না। এ সিদ্ধান্তটা আমাদের হাতে নেই। এ সপ্তাহ শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আমাদের মিটিং আছে।

সেখানে তোমাদের এ যৌক্তিক দাবিগুলো সরকারকে জানাবো। যাতে করে সরকার খুব তাড়াতাড়ি আবাসিক হলগুলো খুলে দেওয়ার অনুমতি দেন। তবে আশা করছি অচিরেই আমরা কোনও নির্দেশনা পাবো।’

২৪ মে বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে, হল খুলবে ১৭ মে

আগামী ২৪ মে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হবে এবং তার আগে ১৭ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো খুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

আজ সোমবার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী।

বিস্তারিত আসছে….

রাতে মাকে নিয়ে দেশ ছেড়েছেন

সাকিব

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে দেশ ছেড়েছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে মাকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছেন এই ক্রিকেটার। রোববার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে বিদেশে পাড়ি জমান তিনি।

সাকিবপত্নী উম্মে আহম্মেদ শিশির তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন। তিনি দুই সন্তানকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রেই থাকেন।

দীর্ঘদিনের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরেন সাকিব। তবে ওয়ানডে সিরিজে আলো ছড়ালেও ঊরুর চোটে ছিটকে গেছেন টেস্ট থেকে।

২৩ ফেব্রুয়ারি নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে দেশ ছাড়বেন তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিমরা। এই দলের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড যাওয়ার কথা ছিল সাকিবের। তবে সিরিজ চলাকালীন তৃতীয় সন্তানের পিতা হবেন তিনি। এজন্য বোর্ডের কাছে ছুটি চেয়ে আবেদন করেছিলেন। সাকিবের আবেদন মঞ্জুর করে ছুটি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। এজন্য নিউজিল্যান্ড সফল মিস করছেন সাকিব।

এদিকে আইপিএলে খেলতে শ্রীলংকার বিপক্ষে টেস্ট থেকে ছুটি চেয়েছেন সাকিব। বিসিসি সেই আবেদনও মঞ্জুর করেছে। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। এই সমালোচনার মধ্যে সাকিবের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা না থাকা নিয়ে দোলাচল দেখা দিয়েছে।

এর আগে রোববার মাকে সঙ্গে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রগামী বিমানে উঠেছেন সাকিব। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিসিবির লজিস্টিক সাপোর্টের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা ওয়াসিম খান।

কে হচ্ছেন দুদক চেয়ারম্যান

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) নতুন চেয়ারমান কে হচ্ছেন, তা নিয়ে সরকারের উচ্চপর্যায়ে আলোচনা চলছে। বর্তমান চেয়ারম্যান ইকবাল

করতে পারেননি। নিজেদের মধ্যে দূরত্বের কারণে দুদকের বিধিমালাও তারা করতে পারেননি। ফলে বিতর্কিত দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিলুপ্ত করা হলেও তিনজনের অনৈক্যে দুদক তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির পটপরিবর্তনের পর সেনাশাসিত সরকার দুদককে সক্রিয় করে। সাবেক সেনাপ্রধান হাসান মশহুদ উদ্দিন চৌধুরীকে চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এনবিআরের কমিশনার মনজুর মান্নান ও সাবেক জেলা জজ হাবিবুর রহমানকে কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ২০০৯ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। ২০১০ সালের এপ্রিলে দুদক চেয়ারম্যান হাসান মশহুদ চৌধুরী পদত্যাগ করেন। এরপর সাবেক সচিব গোলাম রহমানকে দুদকের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। তার মেয়াদ শেষে দুদকের কমিশনার এম বদিউজ্জামানকে কিছুদিনের জন্য দুদকের চেয়ারম্যান করা হয়। তার মেয়াদ শেষ হলে সাবেক সিনিয়র সচিব ইকবাল মাহমুদকে ২০১৬ সালের মার্চে চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

ভারত থেকে আরও ২০ লাখ টিকা আসছে আজ

ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটে উৎপাদিত অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার করোনা প্রতিরোধী টিকার দ্বিতীয় চালান আাজ সোমবার দেশে আসার কথা রয়েছে।

তবে ফ্লাইট শিডিউল ঠিক না হওয়ায় কয়টা নাগাদ পৌঁছাবে তা নিশ্চিত করতে পারছে না সংশ্লিষ্টরা।

রোববার মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের একাধিক সূত্র যুগান্তরকে এ তথ্য জানিয়েছে।

বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সংসদ সদস্য নাজমুল হাসান পাপন গণমাধ্যমে বলেছেন, একুশে ফেব্রুয়ারি এবং রোববার থাকায় দুই দেশেই সরকারি ছুটি চলছে। এজন্য কখন টিকা আসছে সে বিষয় সোমবার সকালে নিশ্চিত হতে পারব। তবে এটি নিশ্চিত যে সোমবারই দেশে সেরামের টিকার দ্বিতীয় চালান আসবে।

এর আগে ১৫ ফেব্রুয়ারি নিজে টিকা নেওয়ার পর ২২ তারিখ টিকার দ্বিতীয় চালান আসার কথা জানিয়েছিলেন নাজমুল হাসান পাপন। ওই দিন তিনি বলেন, টিকার দ্বিতীয় চালান ২১ থেকে ২৫ তারিখের মধ্যে আসবে বলে বলেছিলাম। ২২ তারিখেই চলে আসবে আশা করছি। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতি মাসে ৫০ লাখ ডোজ টিকা পাঠানোর কথা থাকলেও এবার কম আসছে। ২০ থেকে ৩০ লাখ ডোজ আসবে।

এদিকে রোববার দুপুরে সেরাম ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা আদর পুনেওয়ালার একটি টুইট ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। টুইটে তিনি লিখেছেন, বিদেশি সরকার এবং রাষ্ট্রীয় নেতাদের জানাচ্ছি- ধৈর্য ধরতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি উৎপাদন বাড়াতে। সরকার ভারতের গ্রহীতাদের ভ্যাকসিন আগে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে আমরা আমাদের সরবরাহ ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি প্রাথমিকভাবে। সেরামের কোভশিল্ড ব্রাজিল, মেক্সিকো, বাংলাদেশে সরবরাহ হচ্ছে। অন্য দেশেও যাচ্ছে। পুনেওয়ালার এ টুইটের পর বিভিন্ন দেশে টিকার প্রাপ্যতা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

৩ কোটি ডোজ করোনার টিকা পেতে ৫ নভেম্বর সেরাম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতি মাসে ৫০ লাখ ডোজ টিকা পাঠানোর কথা। দেশে টিকার প্রথম চালান আসে ২৫ জানুয়ারি।

এর আগে উপহার হিসাবে বাংলাদেশে পাঠানো ভারত সরকারের ২০ লাখ টিকা পৌঁছায় ২১ তারিখ। এ টিকা পাওয়ার পর সরকার ২৭ জানুয়ারি দেশে প্রথম টিকা প্রয়োগ শুরু করে। ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় গণটিকা কার্যক্রম।

ঢাবির শহীদুল্লাহ হলে শিক্ষার্থীদের প্রবেশ, অমর

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

দিতে চাইলে বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব শেখ হাসিনার মাধ্যমে শেখ মুজিবকে খবর পাঠিয়ে মুক্তি নিতে বারণ করেন। গণঅভ্যূত্থানে দিশেহারা আইয়ুব খান ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন এবং এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে বন্দিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন।

জরুরি সংবাদ সম্মেলনে আসছেন শিক্ষামন্ত্রী

করোনার কারণে দীর্ঘ এক বছর ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে করোনার প্রাদুর্ভাব কিছুটা কমে যাওয়ায় সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এ নিয়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনও শুরু করেছে। এ অবস্থায় আজ (সোমবার) জরুরি সংবাদ সম্মেলনে আসছেন শিক্ষামন্ত্রী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, করোনাকালে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী অনলাইন সংবাদ সম্মেলন করবেন। সোমবার দুপুর ২টায় এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

গত বছরের ১৭ মার্চ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। কয়েক ধাপে বাড়ানোর পর ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা নিয়ে ৩০ জানুয়ারি উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘আমরা আশা করছি হয়তো আগামী মার্চ-এপ্রিল…..মার্চ মাসটা আমরা দেখবো, কারণ আমাদের দেশে মার্চ মাসেই ব্যাপকহারে করোনাভাইরাস শুরু হয়েছিল। এই ফেব্রুয়ারি মাস নজরে রাখব। যদি ফেব্রুয়ারিতে ভালো থাকে পরবর্তীতে সীমিত আকারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার চিন্তা ভাবনা আছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এজন্য দরকার সবাইকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে চলা ও করোনাভাইরাস মোকাবেলায় যা যা ব্যবস্থা আছে তা গ্রহণ করা। আর

ভ্যাকসিন তো সবাই পেয়ে যাবেন।’

গত ২২ জানুয়ারি করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলতে গাইডলাইন প্রকাশ করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর। এ গাইডলাইন অনুসরণ করে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার প্রস্তুতি নিতে বলা হয়। স্কুল-কলেজগুলোতে ৩৯ পাতার গাইডলাইন পাঠিয়ে বলা হয়, ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে স্কুলগুলো প্রস্তুত করে রাখতে, যাতে যে কোনো মুহূর্তে সেগুলো খুলে দেয়া যেতে পারে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে না। তবে পহেলা মার্চ থেকে দেশের সব পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। সে কারণে আজ দুপুরে শিক্ষামন্ত্রী জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন।